93

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 28 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৫ ...

তাহলে দলীয়করণ হলো কিভাবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে উপাচার্য ছাড়া আর কেউ নতুন নয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে দলীয়করণের অভিযোগের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার এক প্রতিবাদে বলেছেন, উপাচার্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন পদেই কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্বের কর্মকর্তারাই স্বপদে বহাল আছেন। দলীয়করণের অভিযোগ অসত্য ও ভিত্তিহীন।

৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত

(১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

কয়েক দিন ধরে কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত কিছু সংবাদের প্রতিবাদে দেয়া এই প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়—

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন বোর্ড সিন্ডিকেট বিধি মোতাবেক তিনজন সদস্য মনোনয়ন দিয়ে থাকে। সিলেকশন বোর্ড দলীয়ভাবে গঠিত হয়েছে মর্মে অভিযোগ তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক আদালতে মামলা করেন। হাইকোর্ট তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে সিলেকশন বোর্ডের কার্যক্রম স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আপীলের প্রেক্ষিতে সে আদেশ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেন। অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন বোর্ডে পাঁচ সদস্য মনোনয়ন দেন চ্যান্সেলর এবং দুইজন সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত হন। সিলেকশন বোর্ডে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, দল বা মত কোন বিবেচ্য নয়।

বর্তমান উপাচার্যের আমলে মাত্র তিনজনকে এডহক ভিত্তিতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে একজন এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অপর একজন। এই দুই জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমান উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণের আগেই শুরু হয়েছিল। ইনস্টিটিউটের সিএন্ডডি কমিটি এবং বোর্ড অব গবর্নরসের সুপারিশ ক্রমেই বর্তমান উপাচার্য তাদের নিয়োগ দেন।

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ডঃ হারুন অর রশীদ খানকে সিএন্ডডি কমিটি এবং ডীনের সুপারিশক্রমে নিয়োগ দেয়া হয়। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে যার নিয়োগ নিয়ে কথা উঠেছে তার অনার্স ও এমএ পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং লেকচারার হিসাবে নিয়োগ লাভ বর্তমানে উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই সম্পন্ন হয়। কেবল তার নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত সম্প্রতি সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হলে বর্তমান উপাচার্য কাল বিলম্ব না করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ঐ শিক্ষককে বিভাগীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এই লেকচারার-এর ফল প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের এক কর্মকর্তাকেও কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়েছে।